দৈনিক খবর

তারিখ ...02 JAN 1990... ...
পৃষ্ঠা... ...৫... কলাম ৭... ...

০১

৪০/

## প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

সদ্য সমাপ্ত ঢাকা বোর্ড প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা, ১৯৮৯ গণিত প্রশ্নপত্রের যথাক্রমে ২,৩,৪, ও ৬ নম্বর প্রশ্নের অংক গুলোর প্রথম দুটো অংক অত্র বোর্ডের সপ্তম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাকী অংক দুটো পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে নেই, এমন কি উক্ত নিয়মের কোন অংক পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বইয়ে নেই।

গত ২০/ ১২/ ৮৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষার গণিত প্রশ্নের পূর্নমানের উত্তর লেখা কোন পরীক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এটা মৌলিক সত্য। পঞ্চম শ্রেণীর কোন ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তার স্বাভাবিক জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা ও মেধার ভিত্তিতে সম্ভব নয়। অংকগুলোর সমাধান পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সম্ভব হতেও পারে তবে ভিন্ন পথে, অসৎ উপায়ে, যা জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও লজ্জাজনক। এটা জাতির দুরারোগ্য ও সংক্রামণ ব্যাধি।

এখানে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কর্তৃপক্ষকি ইচ্ছাকৃতভাবেই সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ও বাইরের বই থেকে নিয়ম বহির্ভূত প্রশ্ন ছেপে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন? এটাই কি মেধা যাচাইয়ের উদ্ভাবিত পথ? নাকি কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছাকৃত ভুল? তা ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক মন্ডলীর জিজ্ঞাস্য। এখানে উল্লেখ্য যে, এবারকার বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে নিকট অতীতে কখনও তা এত প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি।

এমতাবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ অনুরোধ, এবারকার গণিত প্রশ্নপত্রের পূর্নমান ১০০ থেকে ৪টি অংকের জন্য ১০ * ৪ = ৪০ নম্বর বাদ দিয়ে পূর্নমান ৬০ ধরে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা দানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হোক।

তমিজউদ্দীন আহমেদ
ঢাকা ও এন্ড এম বিভাগ-২
১৫৬-১৫৭ মতিঝিল ৪, তলা
পাউবো, ঢাকা।